দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... MAR. 22 1999 ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

ফোকাস

# ত্রুটিপূর্ণ মাধ্যমিক বাংলা সহপাঠ কি কোমলমতি শিক্ষার্থীদের পরকীয়া প্রেম শেখানোর প্রথম পাঠ?

সজল কান্তি মন্ডল

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ১৯৯৯ সাল থেকে নবম-দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য মাধ্যমিক বাংলা সহপাঠ নামের একটি পুস্তক সম্পাদনা করেছে। এই পুস্তক বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীর জন্য আবশ্যিক বাংলা বিষয়ের সহপাঠ হিসেবে বাধ্যতামূলক পাঠ্য। পুস্তকটিতে প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক জহির রায়হান বিরচিত 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসটি সংকলিত হয়েছে।

ঔপন্যাসিক জহির রায়হান আমাদের সকলের শ্রদ্ধাভাজন সাহিত্যিক। তার লেখা উপন্যাস পাঠ্যপুস্তক হিসেবে বিবেচিত হওয়ার ব্যাপারে কারও কোন আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য জহির রায়হানের 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাস পাঠ্য হওয়া উচিত কিনা তা অবশ্যই চিন্তা করে দেখতে হবে।

'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের কাহিনী পরকীয়া প্রেমের উচ্ছ্বাসে ভরপুর। এই গ্রন্থের নায়ক মন্তু তার জ্ঞাতিভাই বুড়ো মকবুলের তৃতীয়া স্ত্রী তরুণী টুনির প্রেমে হাবুডুবু খেয়েছে। টুনিও মন্তুর প্রতি প্রবল দুর্বলতা পোষণ করেছে। মন্তুর প্রতি দুর্বলতার কারণেই টুনি কখনও মকবুলের ওপর প্রসন্ন হতে পারেনি। এ কারণে সে স্বামীর মৃত্যু কামনা করেছে যখন তখন। মন্তুর প্রতি আসক্তি থাকার কারণে মন্তুর যাতে বিয়ে না হয় টুনি সেজন্য ষড়যন্ত্র করেছে। আম্বিয়ার সাথে মন্তুর বিয়ে ঠেকানোর জন্য টুনি মকবুলকে প্ররোচিত করেছে আম্বিয়াকে বিয়ে করতে। অর্থ সম্পত্তির লোভে মকবুল তাতে রাজি হয়েছে। কিন্তু তার প্রথমা ও দ্বিতীয়া স্ত্রী এবং বাড়ীর লোকদের প্রবল আপত্তির কারণে এ বিয়ে হতে পারেনি। ক্রুদ্ধ মকবুল তখন তার প্রথম দুই স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে।

টুনি ও মন্তুর প্রেমের ডলাডলি খোলা চোখে ধরা না পড়লেও তাদের পরকীয়া প্রেমের আবেগ ও উচ্ছ্বাস পাঠকের চোখে সহজেই ধরা পড়ে। ঘটনাক্রমে মকবুলের মৃত্যু হলে টুনির মনের পরিবর্তন ঘটে। অকাল বৈধব্য তাকে উদাস ও লক্ষ্যহীন করে তোলে। শেষ পর্যন্ত টুনি তার বাপের বাড়ীতে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। মন্তুকে সে অনুরোধ জানায়, তাকে তার বাপের বাড়ীতে রেখে আসতে। মন্তু টুনিকে নিয়ে নৌকাযোগে রওনা হয়। পথে শান্তিরহাট নামক জায়গা দেখা দিলে মন্তু সেখানে নেমে মনোয়ার হাজীর মাধ্যমে মোল্লা ডেকে টুনিকে বিয়ে করার প্রস্তাব রাখে টুনির কাছে। কিন্তু টুনি বেঁকে বসে। মন্তু অবাক হয়। টুনিকে বাপের বাড়ীতে রেখে এসে মন্তু পরে আম্বিয়াকে বিয়ে করে সংসারী হয়। এই হল 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের মূল কাহিনী।

'হাজার বছর ধরে' জহির রায়হানের তথা বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এতে কাহিনীর সম্পূরক উপাদান হিসেবে গ্রামীণ ঐতিহ্যকে তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু উপন্যাসের মূল কাহিনী পরকীয়া প্রেমে সমৃদ্ধ। অষ্টম শ্রেণী পাস করে নবম শ্রেণীতে এসে আমাদের কোমলমতি সন্তানেরা এই উপন্যাস পড়ে পরকীয়া প্রেমের পাঠ গ্রহণ করবে তা কি করে হয়? পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বিজ্ঞ কর্মকর্তারা কিভাবে এমন একটি দায়িত্বজ্ঞানহীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন তা আমাদের বোধগম্য নয়। তবে সরকার ও দেশবাসী তাদেরকে যদি ছাত্রছাত্রীদের পরকীয়া প্রেম শেখানোর দায়িত্ব দিয়ে থাকেন তবে আমাদের বলার কিছু নেই।

উপন্যাসটিতে বৌ পিটিয়ে হত্যা করা, যখন তখন ইচ্ছে বৌকে তালাক দেয়া, বহুবিবাহ প্রভৃতি সমাজবিরোধী ঘটনার ছড়াছড়ি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কোমলমতি শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তকে এ সকল বিষয় পড়ে এগুলোকে বৈধ বলে মনে করলে ঠেকাবে কে? কারণ এগুলো যে খারাপ কাজ তা ঔপন্যাসিক কোথাও উল্লেখ করেননি।

ঔপন্যাসিক জহির রায়হানের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখে বলছি, তার এই উপন্যাস স্নাতক, বড়জোর উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর জন্য পাঠ্য হওয়ার উপযুক্ত– কিন্তু মাধ্যমিক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য তা ক্ষতিকর। এই উপন্যাস জোর করে পড়ানো হলে কোমলমতি ছাত্রছাত্রীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর এ ক্ষতির রেশ টানতে হবে অভিভাবকদের।

পুস্তকটির সংকলকও একজন দায়িত্বজ্ঞানহীন লোক। 'কবর' নাটক সম্পাদনার ক্ষেত্রে তিনি মাছিমারা কেরানীর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। আহমদ পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত কবর নাটকে যেখানে যে মুদ্রণ ত্রুটি আছে বর্তমান সংকলনেও তিনি অন্ধের মত তা সংরক্ষণ করেছেন। এ সকল ত্রুটি বোর্ড কর্তৃপক্ষ বা রিভিউয়ারদের চোখেও ধরা পড়েনি। লেখাটি দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় সে সকল ত্রুটির তালিকা তুলে ধরা থেকে বিরত থাকলাম।

সংকলনের অনুশীলনী অংশে উপন্যাসের ৫নং রচনামূলক প্রশ্নে বলা হয়েছে– 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসে বর্ণিত একান্নবর্তী পরিবারের জীবন ইতিহাসের বর্ণনা দাও। প্রশ্নটি একান্তই অবান্তর। 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসে কোন একান্নবর্তী পরিবার নেই। পরীর দীঘিরপাড়ের শিকদার বাড়ীর যে কয়টি পরিবারের কাহিনী এতে স্থান পেয়েছে তারা সকলেই পৃথগান্ন। তাদের প্রত্যেকের চাল-চুলা ও আয়-রোজগার আলাদা। এদেরকে বড়জোর গোষ্ঠীবদ্ধ পরিবার বলা যেতে পারে।

উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের ১৮নং প্রশ্নে যে উদ্ধৃতি তুলে প্রশ্ন করা হয়েছে তা সংকলিত উপন্যাসের কোথাও নেই। উল্লিখিত উদ্ধৃতিটি আছে জহির রায়হানের মূল উপন্যাসে– যা সংকলক নিজেই বাদ দিয়েছেন। যে উদ্ধৃতি পুস্তকে নেই তা দিয়ে প্রশ্ন করা কোন্ ধরনের আহাম্মকি তা আমাদের বোধগম্য নয়। 'মাধ্যমিক বাংলা সহপাঠ' গ্রন্থটি নবম-দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের পাঠোপযোগী নয়। অনতিবিলম্বে পুস্তকটি বাতিল করে ছাত্রছাত্রীদের বয়স ও স্তরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ত্রুটিমুক্ত নতুন সহপাঠ প্রণয়ন করা হোক– এই দাবী আমাদের।